

জেলা-নরসিংদী

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন

দেওয়ানী রিভিশন নং ৮৯/২০০১

পক্ষগণঃ

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, নরসিংদী ও অন্যজন

..... বিবাদী-আপীলেন্ট-দরখাস্তকারীগণ

-বনাম-

জমির উদ্দিন ওরফে জমারুদ্দিন মারা যাওয়ায় তাঁর
উত্তরাধিকারীগণ: মহসিন মিয়া ও অন্যান্য এবং মহসিন মিয়া
মারা যাওয়ায় তাঁর উত্তরাধিকারীগণ: রোকসান বেগম ও
অন্যান্য

..... বাদী-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষগণ

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ

জনাব কাজী মাইনুল হাসান

.....দরখাস্তকারীগণের পক্ষে

জনাব হাবিব-উন নবী সঙ্গে

জনাব সাজ্জাদুল ইসলাম ও

জনাব মুরাদ মিয়া

..... প্রতিপক্ষগণের পক্ষে

শুনানীর তারিখ: ১৯.০৭.২০২৩ এবং ০২.০৮.২০২৩

রায় প্রদানের তারিখ: ০৪.০৩.২০২৪

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন

বিবাদী-আপীলেন্ট-দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) এর বিধান মতে

দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষের প্রতি কারণ দর্শানোপূর্বক রুল জারী করা হয়। যা

নিম্নরূপঃ

“Call for the records and issue a Rule calling upon the opposite parties to show cause as to why the judgment and decree of the 1st Court of the learned Subordinate Judge, Narshingdi

dated 03.08.2000 passed in Title Appeal No. 74 of 1999 affirming the those of Senior Assistant Judge, Narshingdi dated 21.03.95 in Title Suit No. 83 of 1994 and 112 of 1992 should not be set aside and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.”

বাদী-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষগণের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো, নালিশী সি.এস ১২৪ খতিয়ানের ৫৭১ দাগের সাকুল্য ৮৬ শতক ভূমিতে সি.এস রেকর্ডীয় চান্দু শেখের তিন পুত্র বিরামদী, পরান মুঙ্গী ও কিতাবদী সমান অংশে মালিক ছিলেন। বিরামদী আপোষ বণ্টনে ঐ দাগের ৩০ শতক, পরান মুঙ্গী ও কিতাবদী প্রত্যেকে ২৮ শতক করে ভূমি প্রাপ্ত হন। নালিশী ১৭ শতক সি এন্ড বি অনুকূলে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। পরান মুঙ্গী ও কিতাবদী প্রত্যেকের দখলীয় ভূমি হতে ০৫ শতক করে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক ভ্রাতা ২৩ শতক ভূমিতে ভোগ দখলকার ছিলেন। বিরামদী পরবর্তীতে আঃ করিম, আঃ রহিম, আবদুস সাত্তার, আঃ লতিফকে চার পুত্র ওয়ারিশ রেখে মারা যায়। বিরামদীর নিকট হতে অধিগ্রহণকৃত ৭ শতক ভূমি সি এন্ড বি সরেজমিনে দখল না করায় বিরামদী এই ভূমিসহ মোট ৩০ শতক ভূমি সরেজমিনে দখল করতেন। বিরামদীর ওয়ারিশ পুত্রগণ ৩০ শতক ভূমি বাদীগণ ও জনৈক মল্লিকা বিবির নিকট ২৮-০১-৬৫ ইং তারিখে বিনিময় দলিল মূলে হস্তান্তর করেন। মল্লিকা বিবি হস্তান্তরের প্রেক্ষিতে ৮ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। বাদীগণ ২২ শতক ভূমিতে দখলকার অবস্থায় ১/২ নং বিবাদী এবং তাহাদের অফিসের কর্মচারীগণ জোরপূর্বক বাদীগণকে ০৬-১১-৮৯ ইং তারিখে বাদীগণের দখলীয় নালিশী ভূমি হতে বেদখল করে এবং ঐ ভূমিতে ত্রিতল ভবন নির্মাণ এবং সীমানা দেওয়াল নির্মাণ করে। বাদীগণ তাদের স্বত্ব দখলীয় ১৭ $\frac{১}{২}$ শতক ভূমিতে স্বত্ব সাব্যস্ত ক্রমে খাস দখল ফিরিয়ে পাওয়ার প্রার্থনায় মামলাটি দায়ের করেন।

অন্যদিকে, ১/২ নং বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল করে মোকাদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উক্ত বিবাদীর লিখিত জবাবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, আরজিতে বর্ণিত চান্দু শেখের তিন পুত্র এর স্বত্ব দখলীয় ৮৬ শতক ভূমি মধ্যে ১৫ শতক ভূমি সি এন্ড বির জন্য সরকার অধিগ্রহণ করার পর বাদ বাকী ৭২ শতক ভূমি তার পুত্রগণ প্রত্যেকে ২৪ শতক ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার ছিলেন। প্ররান মুন্সী আঃ রাজ্জাককে ১পুত্র ওয়ারিশ রেখে মারা যায়। আঃ রাজ্জাক, সোনা মিয়া, সূর্য মিয়া, লালমিয়া, আসাদ মিয়া মোমেন মিয়াকে পাঁচ পুত্র মোমতাজ বেগমকে ১ কন্যাকে ওয়ারিশ রেখে মারা যান। প্ররান মুন্সীর ওয়ারিশগণ পরান মুন্সীর অংশের ২৪ শতক ভূমি সমবায় সমিতির নিকট ২৯-০৬-৭৪ ইং তারিখে বিক্রি করেন।

কিতাবদী মারা যায় আঃ মান্নান, আঃ মালেক ও আঃ আলেককে তিন পুত্র ওয়ারিশ রেখে। কিতাবদীর ওয়ারিশগণ ২৪ শতক ভূমি ২৯-০৬-৭৪ ইং তারিখে শিল্প সমবায় সমিতির নিকট বিক্রি করেন।

বিরামদীর ওয়ারিশগণ তাহাদের ২৪ শতক ভূমি বাদীগণ ও জনৈক মল্লিকা বিবির নিকট হস্তান্তর করে। মল্লিকা বিবি ৬ শতক ভূমি ৩১-১০-৭৪ ইং তারিখে শিল্প সমবায় সমিতির নিকট বিক্রি করেন। শিল্প সমবায় সমিতি পরবর্তীতে নালিশী ৫৭১ দাগের ৫৪ শতক ভূমিসহ অপর কতক ভূমি ১/২ নং বিবাদীগণের নিকট বিক্রি করেন। তারা খরিদা ভূমিতে বাদীগণের জ্ঞাতস্বারে সীমানা দেওয়াল ও ত্রিতল ভবন নির্মাণ করেন। বাদীগণকে জোরপূর্বক বেদখল করার কাহিনী মিথ্যা মামলাটি খারিজযোগ্য।

বাদী ও বিবাদীর আরজি ও জবাব পর্যালোচনা করে বিজ্ঞ বিচারক নিম্ন বর্ণিত বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করেনঃ-

- (১) বর্তমান আকারে ও প্রকারে মামলাটি চলতে পারে কিনা?
- (২) মামলাটি তামাদিতে বারিত কিনা?
- (৩) মামলায় পক্ষদোষ আছে কিনা?
- (৪) নালিশা ভূমিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব দখল ও স্বার্থ আছে কিনা?
- (৫) বাদীগণকে বিবাদীগণ নালিশা ভূমি হতে বেদখল করে কিনা?

(৬) বাদীগণ প্রার্থিত প্রতিকার পেতে পারে কিনা?

প্রার্থিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব কাজী মাইনুল হাসান নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণ না করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে মূল মোকদ্দমাটিতে ডিক্রি প্রদান করেন। আপীল আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য স্বাতন্ত্রিক ও স্বাধীনভাবে বিচার বিশ্লেষণ না করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আপীলটি আংশিক মঞ্জুরকরত: আইনের দৃষ্টিতে গুরুতর ভুল করেছেন। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, বাদীপক্ষ মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যের মাধ্যমে তাদের স্বত্ব ও দখল প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আপীল আদালত অত্যন্ত অন্যায়ভাবে অভিমত পোষণ করেন যে, বাদীর নালিশী ভূমিতে স্বত্ব রয়েছে এবং বিবাদী বাদীর উক্ত স্বত্ব অস্বীকার করেননি; যদিও বিবাদীপক্ষ তাদের লিখিত জবাবে এবং উপস্থাপিত সাক্ষ্যের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে বাদীর মালিকানা অস্বীকার করেছেন। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, আপীল আদালত দেওয়ানী কার্যবিধির ৪১ আদেশের ৩১ বিধি অনুসরণ ও অনুকরণপূর্বক আপীলটি নিষ্পত্তি না করে আইনের দৃষ্টিতে মারাত্মক ভুল করেছেন বিধায় আপীলটি আইনত: রক্ষণীয় নয়।

পক্ষান্তরে, প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব হাবিব-উন-নবী সঙ্গে জনাব সাজ্জাদুল ইসলাম ও জনাব মুরাদ মিয়া নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ আইনসঙ্গতভাবে বিচার বিশ্লেষণকরত: স্বত:স্ফূর্তভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নালিশী ভূমিতে বাদী তার স্বত্ব এবং প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বেদখল হওয়ার সময় থেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল মোকদ্দমাটি দায়ের করেন। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, বিবাদীপক্ষ কখনো নালিশী ভূমিতে বাদীর মালিকানা অস্বীকার করেননি। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্য ও স্থানীয় তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় বিচারিক আদালত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিবাদীপক্ষ বাদীকে নালিশী ভূমি থেকে জোরপূর্বক বেদখল করেন এবং আপীল আদালত সামগ্রিক প্রেক্ষাপট, আইন এবং ইকুইটির প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা পর্যালোচনাকরত: আপীলটি আংশিক মঞ্জুর করেন বিধায় এতে হস্তক্ষেপ করার

দৃশ্যমান কোন কারণ পরিলক্ষিত হয় না। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত এবং আপীল আদালতের যৌথ সমাপতন (the concurrent findings) আইনসঙ্গত বিধায় এতে হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি 17 BLD (AD) 145 মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেন। পরিশেষে তিনি আরো নিবেদন করেন যে, প্রার্থী-বিবাদীপক্ষ বাদী-প্রতিপক্ষ যাতে এই মামলার ফল ভোগ করতে না পারে তৎমর্মে বিভিন্ন ধরনের অজুহাত উপস্থাপন করেন এবং রুলটি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অযথা বিলম্ব ঘটানোর প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। সঙ্গত কারণে, রুলটি নিষ্ফলযোগ্য।

এখন দেখতে হবে, তর্কিত রুলটি আইনত: রক্ষণীয় কিনা?

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের নিবেদনসমূহ, নথিতে রক্ষিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য অনুপুঞ্জ বিচার বিশ্লেষণ করা হয় এবং এই মোকদ্দমার সাথে সম্পৃক্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও যথারীতি মূল্যায়ন করা হয়।

নথি পর্যবেক্ষণে পরিদৃশ্য হয় যে, এই মোকদ্দমার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। প্রতিপক্ষ বাদী হিসেবে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ১১২/১৯৯২ দায়েরকরত: নালিশী ১৫ শতক ভূমিতে স্বত্ব ঘোষণা এবং দখল উদ্ধারের নিমিত্তে Handloom Board বর্তমানে তাঁত বোর্ড এর বিরুদ্ধে উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করেন যা পরবর্তীকালে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৮৩/১৯৯৪ হিসেবে পুনঃনম্বর ভুক্ত হয়। বিগত ২১/০৩/১৯৯৫ ইং তারিখে উক্ত মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি হয় এবং বিবাদীকে নালিশী ভূমির দখল বাদীর বরাবর অর্পণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। অতঃপর, বিবাদী-তাঁত বোর্ড উক্ত রায়ে বিরুদ্ধে বিজ্ঞ জেলা জজ আদালত, নরসিংদী বরাবর দেওয়ানী আপীল নং ১৯/১৯৯৫ দায়ের করেন। শুনানীঅন্তে আপীল আদালত আপীলটি মঞ্জুরকরত: মূল মোকদ্দমাটি পুনঃবিচারের জন্য বিচারিক আদালতে প্রেরণ করেন। অতঃপর, বাদী আরজি সংশোধনকরত: ১৫ শতকের পরিবর্তে ১৭^১/_২ শতক ভূমি দাবী করেন। উক্ত সংশোধনীর বিরুদ্ধে বিবাদীপক্ষ উচ্চ আদালতে কোন প্রতিকার গ্রহণ করেননি। অতঃপর, মূল

মোকদ্দমাটি বিচারিক আদালতে ফেরত আসার পর স্থানীয় তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট কমিশনার স্থানীয় তদন্ত সমাপ্তকরত: প্রতিবেদন দাখিল করেন যে, তাঁত বোর্ড ৫৪ শতক সম্পত্তি খরিদ করেছেন কিন্তু তারা $৭১\frac{৩}{৪}$ শতক ভূমি তাদের বাউন্ডারীতে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং $১৪\frac{১}{৪}$ শতক ভূমি Roads & Highways (C & B) কর্তৃক নির্মিত রাস্তার সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং বাদীর প্রার্থিত ভূমি বিবাদী-তাঁত বোর্ডের বাউন্ডারীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর, বিচারিক আদালত পুনরায় মূল মোকদ্দমাটি ০১/০৬/১৯৯৯ ইং তারিখে ডিক্রি প্রদান করেন এবং বিবাদীকে $১৭\frac{১}{২}$ শতক ভূমির দখল বাদীর অনুকূলে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বিবাদী তাঁত বোর্ড ৭৪০/১৯৯৯ নং আপীল দায়ের করেন। অতঃপর, আপীল আদালত উভয়পক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরত: আপীলটি আংশিক মঞ্জুর করেন এবং বিবাদী-আপীল্যান্টকে $১৭\frac{১}{২}$ শতক ভূমি হস্তান্তর করার নির্দেশ প্রদান করেন। আপীল আদালত বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করতঃ অভিমত পোষণ করেন যে, বিচারিক আদালত বাদীপক্ষের স্বত্ব, দখল ও বেদখল হওয়ার বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার সাথে দ্বিমত পোষণ করার কোন সুযোগ নাই। সঙ্গত কারণে, আপীল আদালত আরো অভিমত পোষণ করেন যে, বিবাদীগণ কর্তৃক বেদখল হওয়ার পূর্বে বাদীগণের দাবীকৃত পরিমাণ ভূমিতে দখলকার থাকায় প্রার্থিত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী।

আপীল আদালত আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, নালিশী ভূমির বর্তমান অবস্থা থেকে দেখা যায় যে, ঐ ভূমিতে একটি তিন তলা বিশিষ্ট ভবন ও মসজিদ বিদ্যমান রয়েছে। বিজ্ঞ সহকারী জজ নালিশী ভূমির বিদ্যমান স্থাপনা বিনষ্টক্রমে ঐ ভূমিতে বাদীগণের খাস দখল ফিরে পাওয়ার নিমিত্ত ডিক্রি প্রদান করেছেন। আপীল আদালত আরো অভিমত পোষণ করেন যে, বাদীগণকে বেআইনীভাবে উচ্ছেদক্রমে নির্মাণ কার্য করার দরুন বাদীগণ পূর্ব অবস্থায় নালিশী ভূমির দখল পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু ব্যাপক সম্প্রসারণ হওয়ার পর ত্রিতল ভবন ধ্বংস

বা মসজিদ স্থানান্তরের আদেশ প্রদান আর্থিক বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত হবে না। এতো ব্যাপক সম্পদ বিনষ্ট বিবেচনায় না নিয়ে বিবাদীগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবন করা সঙ্গত হবে। সঙ্গত কারণে, আপীল আদালত নালিশী ভূমির ব্যাপক নির্মাণ কার্য বিনষ্ট না করিয়া নালিশী দাগের মধ্যে ত্রিতল ভবন ও মসজিদের স্থানটি ব্যতিরেকে নালিশী দাগের ভূমি হতে সমপরিমাণ ভূমির দখল বাদীগণের পছন্দমতে তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থাসহ অর্থাৎ নালিশী ৫৭১ দাগের ভূমি হতে $১৭\frac{১}{২}$ শতক ভূমির দখল ৪৫ দিনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তাঁত বোর্ড উক্ত রায়ে বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে বর্ণিত রিভিশন মোকদ্দমা দায়ের করে এবং বিবাদী আপীল আদালতের সংশোধিত রায়ে বিষয়ে কোন প্রতিকার গ্রহণ না করে আপীল আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন।

নথি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বিচারিক আদালতে বাদী নয় জন সাক্ষীকে উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে বিবাদীপক্ষ দুইজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন। মূল মোকদ্দমার সি-১ ফাইলে সন্নিবেশিত উভয়পক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীপক্ষ বাদীপক্ষকে নালিশী ভূমি হতে বেআইনীভাবে বেদখল করেছেন।

এ্যাডভোকেট কমিশনার জনাব বজলুল হক সরকার আদালতের রিট মোতাবেক কমিশন কার্য সম্পাদন করেন এবং তৎমর্মে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করেন। তাকে আদালতে পরীক্ষা করা হয়। কমিশনের প্রতিবেদন, ফিল্ড বুক ও নকশা ইত্যাদি সিরিজ-১ হিসেবে চিহ্নিত হয়। সার্ভে কমিশনের প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আইনসঙ্গতভাবে তদন্ত কার্য পরিচালনাকরত: প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তিনি তার প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন:

“বর্ণিতভাবে তদন্ত কার্য করার সময় দেখিতে পাই যে ,এস.এ ৫৭১ দাগে সরজমিনে ৮৬ শতাংশ ভূমি রহিয়াছে। উক্ত ভূমি যথাক্রমে আর.এস ৪৩৮ খতিয়ানে ৯০৭ দাগে ২৩ শতাংশ আব্দুর রেজ্জাকের নামে, ৩২৩ খতিয়ানে ৯০৬ দাগে ২৩ শতাংশ আবদুল মান্নান গংদের নামে, ৯৪৮ খতিয়ানে ৯০৮ দাগে ২৩ শতাংশ ছমির উদ্দিন গংদের নামে এবং আর.এস ৪ খতিয়ানের ৯৫০ দাগের ভূমির সহিত ১৭

শতাংশ ভূমি বাংলাদেশ সরকার পক্ষে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নামে লিপি হইয়াছে। তবে ১/২ নং বিবাদীর বাউনডারী দেয়ালের বাহিরে সি এন্ড বি রাস্তায় বর্তমানে $১৪\frac{১}{৪}$ শতাংশ ভূমি রহিয়াছে। নালিশী ভূমি তদন্তে দেখা যায় যে, ১/২ নং বিবাদীর পাকা বাউনডারী দেয়ালের মধ্যে $৭১\frac{৩}{৪}$ শতাংশ ভূমি রহিয়াছে। যাহার মধ্যে দাগের পশ্চিমাংশে বাদীর দাবীকৃত ভূমির মধ্যে পাকা ত্রিতল ভবন ও উক্ত ভবন সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে নির্মাণাধীন একটি মসজিদ রহিয়াছে। যাহার বিবরণ ফিল্ডবুকে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে।”

এ্যাডভোকেট কমিশনারের প্রতিবেদন এবং নকশা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে অত্র আদালতের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি Survey Act, 1875, Technical Rules, 1957 & Survey and Settlement Manual এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করেছেন এবং তাকে জেরা করে বিবাদীপক্ষ কোন বৈপরীত্য আবিষ্কার করতে পারেন নাই।

উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরতঃ বিচারিক আদালত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিবাদীপক্ষ জোরপূর্বক নালিশী ভূমি জবর দখলকরতঃ এতে বহুতল দালান এবং মসজিদ নির্মাণ করেন। অন্যের জমি জবর-দখল করে বহুতল ভবন এবং মসজিদ নির্মাণ করা আইনসঙ্গত নয়। মুসলমানদের নিকট মসজিদ একটি পবিত্র স্থান এবং মহান রব মসজিদ নির্মাণকারীকে অপারিসীম পূণ্য প্রদান করবেন, যা সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তবে অন্যের জমিতে জোর করে মসজিদ নির্মাণ করা পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহের পরিপন্থী। সংগত কারণে, বিবাদী নালিশী ভূমিতে নির্মিত অবকাঠামো নিজ অর্থে সরিয়ে নিতে বাধ্য।

কালের পরিক্রমায়, Equitable principles have been merged with law and, therefore, in an appropriate case, the Court may pass order considering the convenience and inconvenience parties to the suit. আপীল আদালত উক্ত বিষয়টি বিবেচনা করতঃ তাঁত বোর্ডকে এর নির্মিত অবকাঠামো এবং

নালিশী দাগের অবশিষ্ট খালি জায়গায় সমপরিমাণ সম্পত্তি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন, যা এ্যাডভোকেট কমিশনারের রিপোর্টে সুচিহ্নিত হয়েছে। আপীল আদালত তাঁত বোর্ডের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ এবং মসজিদের বিষয়টি স্পর্শকাতর গণ্য করতঃ নালিশী দাগের বিকল্প ভূমিতে বাদীকে দখল অর্পণ করার জন্য বিবাদী-তাঁত বোর্ডকে পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করেছেন। আপীল আদালত Equity, good conscience এর নীতি প্রয়োগ করতঃ নালিশী দাগের খালি অংশে বাদীকে দখল অর্পণের জন্য বিবাদীর প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন, যা বাস্তবতার নিরিখে যুক্তিযুক্ত। তা সত্ত্বেও বাদী যাতে দীর্ঘ প্রতিক্রিত ডিক্রির ফলাফল ভোগ করতে না পারে তৎমর্মে তাঁত বোর্ড প্রাণান্তর চেষ্টিয় লিপ্ত রয়েছেন। সরকার তথা এর কোনো সংস্থা অন্যের জমি দখল করা দেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইনের পরিপন্থী। সরকার বা কোনো সংস্থার প্রয়োজন হলে তারা বিধি মোতাবেক সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে আইনত প্রতিবন্ধকতা নাই।

অত্র রিভিশন মোকদ্দমা শুনানীকালে উভয়পক্ষকে আপোষে বিরোধটি নিষ্পত্তি করার পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করা সত্ত্বেও তাঁত বোর্ডের অনিহার প্রেক্ষিতে রুলটি আপোষে নিষ্পত্তি করা হয়নি। উভয় আদালতের নালিশী ভূমিতে বাদীর স্বত্ব, দখল এবং বেদখলের কাহিনী সম্পর্কে যৌথ অভিমত, সিদ্ধান্ত আইনসঙ্গত, যুক্তিনিষ্ঠ বিধায় এতে হস্তক্ষেপ করার কোন কারণ নাই। বিবাদীপক্ষ অত্র রায়ে কপি বিচারিক আদালতে পৌছার ৬০ দিনের মধ্যে নালিশী ভূমির দখল বাদীর অনুকূলে ছেড়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো, ব্যর্থতায় বাদী নালিশী ডিক্রিকৃত ভূমির দখল আদালতযোগে প্রাপ্ত হবেন। বিবাদী-তাঁত বোর্ডের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী দখল অর্পণের ক্ষেত্রে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করলে সংশ্লিষ্ট আদালত তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

অতএব, আদেশ হয় যে, বর্ণিত অভিমতসহ রুলটি বিনা খরচায় discharge করা হলো। অত্র আদালত কর্তৃক জারীকৃত ইতোপূর্বকার স্থগিতাদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

অত্র রায়ে কপিসহ LCRs নিম্ন আদালতে জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন)

নাছের
পি.ও